জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের বার্ষিক প্রতিবেদন

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
১।	**ভূমিকা**	ঃ	১
২।	**পরিষদ ও আইনে বর্ণিত মহাপরিচালকের কার্যাবলী**	ঃ	২-৩
৩।	**পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী**	ঃ	৪-৮
	ক. পরিষদের সভা অনুষ্ঠান		
	খ. পরিষদ তহবিলের ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী অনুমোদন		
	গ. পরিষদ তহবিলের বার্ষিক হিসাব বিবরণী		
৪।	**পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি**	ঃ	৮-১৭
	ক. পরিষদের ৯ম ও ১০ম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন		
	খ. পরিষদের সম্মানিত সদস্য এ্যাডভোকেট এ. কে. এম মাহবুবার রহমানের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ		
	গ. ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ইংরেজি ভার্সন এর খসড়া অনুমোদন		
	ঘ. অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ক্ষমতার্পণ		
	ঙ. বাজার তদারকি কার্যক্রম		
	চ. অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বলিত প্রতিবেদনের সুপারিশ বিবেচনা		
	ছ. লিখিত অভিযোগ		
	জ. বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন		
	ঝ. বাজার তদারকির ওয়ার্কিং লাঞ্চের হার নির্ধারণ		
	ঞ. ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর সংশোধন		
	ট. প্রচার কার্যক্রম		
	ঠ. পরিষদের তহবিল পরিচালনা		
৫।	**জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন**	ঃ	১৮-১৯
	ক. প্রশাসনিক কার্যাবলী		
	খ. আর্থিক কার্যাবলী		
৬।	**উপসংহার**	ঃ	১৯-২১

ভূমিকা: ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬ নং আইন) দেশের ভোক্তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ এবং ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি উপযুক্ত ও ফলপ্রসূ আইন প্রণয়নে বিভিন্ন মহলের দাবির যৌক্তিকতা বিবেচনায় আইনটি প্রণীত হয়েছে। প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ব্যাপক মত বিনিময়, আলোচনা, সেমিনার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অধিকতর ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রণীত আইনটি সময়োপযোগী ও কার্যকর হিসেবে ইতোমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছে। ভোক্তা সাধারণের অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ, ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের বিধান সম্বলিত এ আইনটি একটি সুসংহত আইন, যা বাংলাদেশে বিদ্যমান ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনসমূহের অতিরিক্ত হিসেবে ৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে কার্যকর হয়।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখের ১০২ নম্বর প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সচিব করে ২৯ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ১০-৯-২০১২ তারিখে পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। পরিষদের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণ হচ্ছেন সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; মহাপরিচালক, এনএসআই; মহাপরিচালক, বিএসটিআই; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (অঅধি), শিল্প মন্ত্রণালয়; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মৎস্য ও প্রাণিম্পদ মন্ত্রণালয়; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (খাদ্য), খাদ্য বিভাগ; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (লেঃড্রাঃ-১), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা; অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ; সভাপতি, এফবিসিসিআই; সভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি; সভাপতি, ক্যাব; সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব; মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর; সরকার কর্তৃক মনোনীত- তিনজন বিশিষ্ট নাগরিক; বাজার অর্থনীতি, ব্যবসা, শিল্প ও জনপ্রশাসনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দুজন মহিলাসহ চারজন; একজন শিক্ষক, একজন শ্রমিক ও একজন কৃষক প্রতিনিধি। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১ জুলাই ২০১৩ হতে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করে পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিষদ ও আইনে বর্ণিত মহাপরিচালকের কার্যাবলী

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ (জ) মোতাবেক জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও এর মহাপরিচালকের কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। ধারা ১৮(৩) ও ২০(৩) অনুসারে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়তা প্রদান ও পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও এর মহাপরিচালকের।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের কার্যাবলীঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ মোতাবেক পরিষদের কার্যাবলী নিম্নরুপঃ

(ক) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে মহাপরিচালক ও জেলা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান;

(খ) প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন;

(গ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত যে কোন বিষয় বিবেচনা করা এবং মতামত প্রদান;

(ঘ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঙ) ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণের সুফল এবং ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(জ) অধিদপ্তর, মহাপরিচালক এবং জেলা কমিটির কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ; এবং

(ঝ) উক্ত দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২১ অনুযায়ী মহাপরিচালকের কার্যাবলীঃ

(১) ভোক্তা সাধারণের অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ এবং ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) উক্ত বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিম্নবর্ণিত যে কোন কার্যক্রম গ্রহণঃ

(ক) আইনের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন প্রতিপক্ষ বা সংস্থার কার্যাবলীর সাথে অধিদপ্তরের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন;

(খ) ভোক্তা-অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ সম্ভাব্য কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে তদারকি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণঃ

কোন পণ্য বা সেবার নির্ধারিত মান বিক্রেতা কর্তৃক সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা; কোন পণ্যের বিক্রয় বা সরবরাহের ক্ষেত্রে ওজন বা পরিমাপে কারচুপি করা হচ্ছে কিনা; কোন পণ্য বা ঔষধের নকল প্রস্তুত, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং তাতে ক্রেতা সাধারণ প্রতারণার শিকার হচ্ছে কিনা; কোন পণ্য বা ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ করা হচ্ছে কিনা; কোন আইন বা বিধির অধীন নির্দেশিত মতে কোন পণ্য বা ঔষধের মোড়কে উক্ত পণ্য বা ঔষধ উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ, সঠিক ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য, পরিমাণ, ইত্যাদি মুদ্রণ করা হয়েছে কিনা; মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করা হচ্ছে কিনা; মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কোন খাদ্য-পণ্য প্রস্তুত, উৎপাদন বা বিক্রয় করা হচ্ছে কিনা; মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোন প্রক্রিয়ায় কোন পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে কিনা; অবৈধভাবে কোন ঔষধ প্রস্তুত বা উৎপাদন করা হচ্ছে কিনা; কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের জন্য অসত্য বিজ্ঞাপন দ্বারা ভোক্তা সাধারণকে প্রতারিত করা হচ্ছে কিনা; সাধারণ যাত্রী পরিবহনকারী মিনিবাস, বাস, লঞ্চ, স্টিমার ও ট্রেন অবৈধভাবে অদক্ষ ও অননুমোদিত চালক দ্বারা চালনা করে যাত্রীদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ করা হচ্ছে কিনা; এবং কোন আইন বা বিধির অধীন আরোপিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে সেবা গ্রহীতাদের জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন করা হচ্ছে কিনা।

(৩) এক বছরের স্বীয় ও জেলার কার্যাবলী সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক পরিষদের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করা। এ ছাড়া অধিদপ্তরকে নিম্নোক্ত কার্যাবলীও সম্পাদন করতে হয়ঃ

(ক) পরিষদের দিক-নির্দেশনায় ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

(খ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও আর্থিক সকল কার্যক্রম।

পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী

২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে গঠিত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে পুনর্গঠিত হয়। পরিষদ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে (১ জুলাই ২০১৩ হতে ৩০ জুন ২০১৪) যে দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, তা সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক. পরিষদের সভা অনুষ্ঠানঃ

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ২টি সভা করেছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পরিষদের ১০ম ও ১১তম সভা যথাক্রমে ৭ জুলাই ২০১৩ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সভার চিত্র

পরিষদের ২টি সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

(১) **পরিষদের ৯ম ও ১০ম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনঃ** পরিষদের ৯ম ও ১০ম সভার কার্যবিবরণী যথাক্রমে ১০ম ও ১১তম পরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়।

(২) **পরিষদের সম্মানিত সদস্য এ্যাডভোকেট এ. কে. এম মাহবুবার রহমানের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণঃ** প্রণীত শোকবার্তা মরহুম এ. কে. এম মাহবুবার রহমানের পরিবারকে হস্তান্তর করা।

(৩) **ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ইংরেজি ভার্সন এর খসড়া অনুমোদনঃ** ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ইংরেজি ভার্সন এর খসড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

(৪) **অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ক্ষমতার্পণঃ** জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ক্ষমতা তাঁর অধঃস্তন কর্মকর্তাগণকে অর্পণ করা।

(৫) **বাজার তদারকি কার্যক্রমঃ** দেশব্যাপি বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও ফরমালিন বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখা।

(৬) **অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বলিত প্রতিবেদনের সুপারিশ বিবেচনাঃ** প্রতিবেদন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৭) **লিখিত অভিযোগঃ** তদন্তাধীন অভিযোগসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করে পরিষদের পরবর্তী সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।

(৮) **বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপনঃ** ১৫ মার্চ ২০১৪ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস ক্যাবের সাথে যৌথভাবে উদযাপন করার প্রস্তাব এবং নির্ধারিত কর্মসূচী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(৯) **বাজার তদারকির ওয়ার্কিং লাঞ্চের হার নির্ধারণঃ** পরিষদ তহবিলের ২০১০-২০১৩ অর্থ বছরের ব্যয় নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও অগ্রিম অনুচ্ছেদের সুপারিশের আলোকে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনায় মোবাইল টিমের সদস্যদের ওয়ার্কিং লাঞ্চ হিসেবে ৭টি বিভাগীয় শহর ও ৫৭টি জেলা শহরের সকল এলাকার জন্য জনপ্রতি সর্বোচ্চ টাকা ২০০/- (দুই শত টাকা) মাত্র হারে ব্যয়ের প্রস্তাব পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(১০) **ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর সংশোধনঃ** ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী সুপারিশ করে প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিষদ সদস্যদের মধ্য হতে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি উপ-পরিষদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠন করা এবং ৩ মাসের মধ্যে আইনটির প্রয়োজনীয় সংশোধনী সুপারিশ করে একটি খসড়া প্রণয়ন ও খসড়াটি উপ-পরিষদের আহবায়ক কর্তৃক পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা।

(১১) **প্রচার কার্যক্রমঃ** ডিএফপি কর্তৃক প্রামাণ্য চিত্র ও টিভি স্পট/ফিলার ডিএফপির বাজেট থেকে নির্মাণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা।

(১২) **পরিষদের তহবিল পরিচালনাঃ** বাণিজ্য মন্ত্রীর পরিবর্তে পরিষদ সদস্য বাণিজ্য সচিব ও পরিষদ সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিষদের চলতি হিসাব খোলার বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৩ এর উপ প্রবিধান (২) অবিলম্বে সংশোধনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

খ. পরিষদ তহবিলের ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী অনুমোদনঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৭(২)(গ) তে পরিষদের সচিব কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদের তহবিলের হিসাব বিবরণী ''ফরম-খ'' অনুসারে পরিষদের সচিবের নিকট দাখিল করার এবং পরিষদের সচিব কর্তৃক তা পরিষদ সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে। এ নির্দেশনা মোতাবেক পরিষদের সচিব কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০১৩, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০১৩, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০১৪ এবং এপ্রিল, মে ও জুন ২০১৪ মাসের পৃথক চারটি ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী ''ফরম-খ'' অনুযায়ী প্রস্তুতপূর্বক পরিষদের সচিবের নিকট দাখিল করেন। পরিষদ সচিব ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২টি ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী পরিষদের ১১তম সভায় এবং ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ২টি ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী পরিষদের ১২তম সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। পরিষদ তহবিলের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের উক্ত ৪টি ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত পরিষদ তহবিলের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ৪টি ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী একত্রে সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

পরিষদ তহবিলের হিসাব বিবরণী

অর্থ বছর	পরিষদ তহবিল থেকে প্রাপ্তি	ব্যয়ের খাত	মোট ব্যয়	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
২০১৩-২০১৪	৪৮,৫০,৮৭৫/- (আটচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশত পচাঁত্তর টাকা)	বাজার পরিদর্শনমূলক অভিযান পরিচালনা	২৯,৯৫,৩২৫/-	- (৭২,৯০০/- টাকা ঋণ)
		সভায় উপস্থিতির জন্য পরিষদ সদস্যদের সম্মানী প্রদান	১,০৮,০০০/-	
		পোস্টার, প্যাম্পলেট, লিফলেট প্রস্তুত, টানানো ও বিতরণ	৩,৭৩,৭৩১/-	
		অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ	৪২,৫৯৭/-	
		পরিষদের সভায় অফিস স্টেশনারী, আপ্যায়ন ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	২,৬৬,৯৪৯/-	
		সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, প্রচার	৪,৯৩,৯০১/-	
		ল্যাবরেটরি পরীক্ষা	২০,৫২৬/-	
		বিদেশ সফর	৬,২২,১৭১/-	
		তহবিল পরিচালনা	৫৭৫/-	
		মোটঃ	৪৯,২৩,৭৭৫/- (উনপঞ্চাশ লক্ষ তেইশ হাজার সাতশত পঁচাত্তর টাকা)	

পরিষদ তহবিলের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের চারটি ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী ''ফরম-খ'' সংযুক্ত করা হলো (পরিশিষ্ট-১)।

পরিষদ তহবিলের খাত ভিত্তিক বরাদ্দ ও উত্তোলিত টাকা ব্যয়ের বিবরণীঃ

ক্রমিক	ব্যয়ের খাত	বরাদ্দের পরিমাণ			ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ
		পূর্ব জের	২০১৩-১৪	মোট বরাদ্দ		
১	২	৩(১)	৩(২)	৩(৩)	৪	৫
১.	পুস্তিকা মুদ্রণ ও প্রকাশনা	-	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-	-	১০,০০,০০০/-
২.	সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, প্রচার	৪,৩২,৮২৫/-	৪,০০,০০০/-	৮,৩২,৮২৫/-	৪,৯৩,৯০১/-	৩,৩৮,৯২৪/-
৩.	পোস্টার, প্যাম্পলেট, লিফলেট প্রস্তুত, টানানো, বিতরণ	৬,১২,১৫২.৫০	৮,০০,০০০/-	১৪,১২,১৫২.৫০	৩,৭৩,৭৩১/-	১০,৩৮,৪২১.৫০/-
৪.	গবেষণা বা জরিপ	-	১,৯০,০০০/-	১,৯০,০০০/-	-	১,৯০,০০০/-
৫.	বাজার তদারকি	৭,৩০,০৮০/-	৩৬,০৪,৪৯৩/-	৪৩,৩৪,৫৭৩/-	২৯,৯৫,৩২৫/-	১৩,৩৯,২৪৮/-
৬.	মামলা পরিচালনা	১,১০,০০০/-	১,০০,০০০/-	২,১০,০০০/-	-	২,১০,০০০/-
৭.	ল্যাবরেটরি পরীক্ষা	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	২০,৫২৬/-	১,২৯,৪৭৪/-
৮.	পরিষদ সদস্যদের সম্মানী	১,০৪,০০০/-	১,৫০,০০০/-	২,৫৪,০০০/-	১,০৮,০০০/-	১,৪৬,০০০/-
৯.	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ	৬৩,২৩৫/-	১,০০,০০০/-	১,৬৩,২৩৫/-	৪২,৫৯৭/-	১,২০,৬৩৮/-
১০.	বিদেশ সফর	৯,৮৮,১১৫/-	৭,০০,০০০/-	১৬,৮৮,১১৫/-	৬,২২,১৭১/-	১০,৬৫,৯৪৪/-
১১.	তহবিল পরিচালনা	৩৫৬/-	১০,০০০/-	১০,৩৫৬/-	৫৭৫/-	৯,৭৮১/-
১২.	অফিস স্টেশনারী, আপ্যায়ন ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	৩,৭৬,৫৩৫/-	১৫,০০,০০০/-	১৮,৭৬,৫৩৫/-	২,৬৬,৯৪৯/-	১৬,০৯,৫৮৬/-
	মোটঃ	**৩৫,১৭,২৯৮.৫০**	**৮৬,০৪,৪৯৩/-**	**১,২১,২১,৭৯১.৫০**	**৪৯,২৩,৭৭৫/-**	**৭১,৯৮,০১৬.৫০**

গ. পরিষদ তহবিলের বার্ষিক হিসাব বিবরণীঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৭ (২) (ক) তে পরিষদ তহবিলের জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী ''ফরম-ক'' অনুসারে করতে হবে এবং প্রবিধান ৭(২) (ঙ) অনুসারে পরিষদের সচিব ও তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতি অর্থ বছর শেষে পরিষদ তহবিলের ক্যাশ বই ও ব্যাংক একাউন্টের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করবেন। পরিষদের তহবিলের জন্য অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুদান হিসেবে প্রদত্ত ৮০ লক্ষ টাকা পরিষদের চলতি হিসাবে জমা করা হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পরিষদ তহবিলের এ চলতি হিসাবে জমা-খরচের বিবরণী নিম্নরূপঃ

পরিষদের তহবিলের জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী (অর্থ বছরঃ ২০১৩-১৪)

জমার বিবরণী			খরচের বিবরণী		
অর্থ প্রাপ্তির উৎস	টাকার পরিমাণ	মোট প্রাপ্তি	খরচ খাতের বিবরণী	টাকার পরিমাণ	মোট ব্যয়
অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান	৮০,০০,০০০/-	৮০,০০,০০০/-	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদান	৪৮,৫০,০০০/-	৯৮,৫০,৫৭৫/-
			এফডিআরকরণ	৫০,০০,০০০/-	
			ব্যাংক কর্তন	৫৭৫/-	
	মোট প্রাপ্ত টাকাঃ	৮০,০০,০০০/-		মোট খরচঃ	৯৮,৫০,৫৭৫/-
	প্রারম্ভিক মোটঃ	৩৬,২১,৪৯১.৫০		সমাপ্তি জেরঃ	১৭,৭০,৯১৬.৫০
	সর্বমোটঃ	১,১৬,২১,৪৯১.৫০		সর্বমোটঃ	১,১৬,২১,৪৯১.৫০

পরিষদ তহবিলের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী ''ফরম-ক'' সংযুক্ত করা হলো (পরিশিষ্ট-২)।

পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি

ক. পরিষদের ৯ম ও ১০ম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনঃ

পরিষদের ৯ম ও ১০ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. পরিষদের সম্মানিত সদস্য এ্যাডভোকেট এ. কে. এম মাহবুবার রহমানের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণঃ

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য এ্যাডভোকেট এ. কে. এম মাহবুবার রহমান ২৯ মে ২০১৩ ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে পরিষদের ১০ম সভায় একটি শোকবার্তা পাঠ করা হয়। শোকবার্তাটি মরহুম এ. কে. এম মাহবুবার রহমানের পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গ. ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ইংরেজি ভার্সন এর খসড়া অনুমোদনঃ

পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ আবদুল মালেক মিয়াকে সভাপতি, পরিষদের সম্মানিত সদস্য কাজী ফারুক (ক্যাব এর সভাপতি)কে সদস্য এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন মিঞাকে সদস্য সচিব করে গঠিত উপ-পরিষদ কর্তৃক প্রণীত ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ইংরেজি ভার্সন এর অনুমোদিত খসড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। খসড়াটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভেটিং অন্তে ২৯-০১-২০১৪ তারিখের বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ক্ষমতার্পণঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭৯ তে বলা হয়েছে যে, মহাপরিচালক প্রয়োজনবোধে পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে আইনের অধীন তাঁর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব লিখিত আদেশ দ্বারা অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অর্পণ করতে পারবেন। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মহাপরিচালক পরিষদের অনুমোদনক্রমে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে কর্মরত তাঁর অধঃস্তন ২ জন উপ-পরিচালক যথাক্রমে জনাব মুন্সী আবদুল আহাদ উপ পরিচালক, প্রধান কার্যালয় এবং রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ পরিচালক জনাব মোঃ মকবুল হোসেনকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নকল্পে তাঁর ক্ষমতা বা দায়িত্ব লিখিত আদেশ দ্বারা অর্পণ করেন। ধারা ২৫, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৭০ এবং ৭৯(১), (২), (৩) ও (৪) এ বর্ণিত মহাপরিচালকের উপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ (সভা ও কার্যক্রম) বিধিমালা, ২০১০ এবং ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর বিধানাবলি, যেক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অনুসরণের শর্ত সাপেক্ষে, অর্পণ করা হয়।

ঙ. বাজার তদারকি কার্যক্রমঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২১ অনুসারে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আইনটির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ও ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যসমূহ সরেজমিনে তদারকি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী। ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধকল্পে অধিদপ্তরের মোবাইল টিম মাসিক কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫৭ অনুযায়ী এ আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য। ধারা ৬০ অনুসারে কারণ উদ্ভব হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লিখিত অভিযোগ আমলযোগ্য হলে গ্রহণযোগ্য এবং ধারা ৬১ মোতাবেক লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে ফৌজদারি মামলা দায়েরের লক্ষ্যে অভিযোগপত্র দাখিল করতে হবে। ধারা ৬৩ অনুসারে বিচারে ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তিকে এ আইনে অনুমোদিত যে কোন দণ্ড আরোপ করতে পারবেন। এ আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত অপরাধ ও দণ্ডের বিধান অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রদানসহ অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট অবৈধ পণ্য বা পণ্য প্রস্তুতের উপাদান, সামগ্রী, ইত্যাদি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের আদেশ করতে পারবেন।

ধারা ৭০ এ জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ধারা ৭০ এর বিধান নিম্নরূপঃ

"৭০। অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীতব্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা।- (১) এই আইনের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধকল্পে বা ভোক্তা-অধিকার বিরোধী অপরাধ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এই আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকিলেও, সমীচীন মনে করিলে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে, দন্ড আরোপ না করিয়া এবং ফৌজদারি মামলা দায়েরের লক্ষ্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া, কেবল জরিমানা আরোপ, ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল, ব্যবসায়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিতকরণ সম্পর্কিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থার জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনের অধীন সর্ব্বোচ্চ যে অর্থদন্ড রহিয়াছে উহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরোপিত কোন জরিমানার ক্ষেত্রে অনাদায়ে কারাদন্ড আরোপ করা যাইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে প্রদান করিবেন।
(৫) উপ-ধারা (৪) এর বিধানমতে আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রদান না করিলে দন্ড আরোপকারী কর্তৃপক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৮৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে জরিমানার উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন এবং আরোপিত জরিমানার ২৫ শতাংশ পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ খরচ বাবদ আদায় করিতে পারিবেন।"

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোবাইল টিম কর্তৃক বাজার তদারকিকরণ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধীন ৬ এপ্রিল ২০১০ হতে বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়। সরেজমিনে বাজার তদারকিকালে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী অপরাধের জন্য অধিদপ্তরের মোবাইল টিমের নেতৃত্ব প্রদানকারি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপ করা হয়ে থাকে।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোবাইল টীম কর্তৃক বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোবাইল টিম ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ২৫৪২টি দোকান, কারখানা, ফার্মেসি ও হোটেলকে মোট ১,৭৭,৩১,১০০/- (এক কোটি সাতাত্তর লক্ষ একত্রিশ হাজার একশত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করেছে। অপরাধভিত্তিক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ধারা	অপরাধের বর্ণনা	জরিমানার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৩৭	পণ্যের মোড়কে খুচরা বিক্রয় মূল্য, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করা	৩৯,৬৪,৭০০/-	একই বাজারের একই দোকানে একাধিকবার তদারকি করা হয়েছে
৩৮	আইনানুগ বাধ্যবাধকতা অমান্য করে দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে পণ্যের মূল্য তালিকা লটকায়ে প্রদর্শন না করা	২,২৭,৫০০/-	
৩৯	আইনানুগ বাধ্যবাধকতা অমান্য করে দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্য তালিকা সংরক্ষণ না করা এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে বা সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে উক্ত তালিকা লটকায়ে প্রদর্শন না করা	৩৮,৫০০/-	
৪০	নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা	৪,৫০,০০০/-	
৪১	জেনেশুনে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা	১,০০০/-	
৪২	স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নিষিদ্ধ দ্রব্য কোন খাদ্য পণ্যের সাথে মিশ্রণ ও বিক্রয় করা	১৫,৬৯,৬০০/-	
৪৩	অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ করা	৮৩,৭২,৪০০/-	
৪৪	মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করা	১,০৩,০০০/-	
৪৫	প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করা	৩,০০০/-	
৪৬	ওজনে কারচুপি করা	৪৩,৫০০/-	
৪৭	বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপি করা	১,৬৫,০০০/-	
৪৮	কোন পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়কালে ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত পরিমাপ অপেক্ষা কম পরিমাপে পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করা	৬,০০০/-	
৪৯	কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোন দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপি করা	৫০০/-	
৫০	কোন নকল পণ্য বা ঔষধ প্রস্তুত বা উৎপাদন করা	৩৯,৫০০/-	
৫১	মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা	২৫,৩৫,৪০০/-	
৫২	কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত বিধি-নিষেধ অমান্য করে সেবাগ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে এমন কাজ করা	৩০,০০০/-	
৫৩	কোন সেবাপ্রদানকারী কর্তৃক অবহেলা, দায়িত্বহীনতা বা অসতর্কতা দ্বারা সেবাগ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য বা জীবনহানি ঘটানো	১,৮১,৫০০/-	
	মোটঃ	১,৭৭,৩১,১০০/-	

বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোবাইল টিমে ধারা ২৮ মোতাবেক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য (পুলিশ ও র‍্যাব) এবং বিএসটিআই, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিসিএসআইআর, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, ক্যাব এবং সংশ্লিষ্ট জেলা বণিক সমিতির প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সহায়তা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬৯ এর বিধান নিম্নরূপঃ

৬৯।- আইনের অধীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা। -(১) এই আইনের অধীন মহাপরিচালকের যে সকল ক্ষমতা ও কার্যাদি রহিয়াছে ঐ সকল ক্ষমতা ও কার্যাদি কোন জেলার স্থানীয় অধিক্ষেত্রে উক্ত জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের থাকিবে এবং মহাপরিচালকের পূর্বানুমোদন ব্যতীতই তিনি ঐ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্যাদি সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাহাঁর পক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্য তাহাঁর ক্ষমতা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোন শর্তে, তাহাঁর অধঃস্তন কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মহাপরিচালককে লিখিতভাবে অনতিবিলম্বে অবহিত করিবেন।

আইনের উক্ত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁর ক্ষমতা তাঁর অধঃস্তন এক বা একাধিক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পণ করে থাকেন। এ ছাড়া মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর সিডিউলে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন জেলার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এ বর্ণিত অপরাধও আমলে নিয়ে থাকেন। প্রমাণিত অপরাধের ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দন্ড বা জরিমানা আনাদায়ে কারাদন্ড আরোপ করতে পারেন। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ভোক্তা-অধিকার আইন বাস্তবায়নকালে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী অপরাধের জন্য **১৭ জনকে** বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয় এবং বর্ণিত সময়ে ৩,৯৪২ জনের এর নিকট থেকে **১,৮৪,০২,০০০/- (এক কোটি চুরাশি লক্ষ দুই হাজার) টাকা** জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয় (পরিশিষ্ট-৩)।

চ. অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বলিত প্রতিবেদনের সুপারিশ বিবেচনাঃ

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (আইআইটি) মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন ভ্রমণ করেন। এছাড়া অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ৩(তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল ১৫-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া ও ভারত সফর করেন। প্রতিনিধি দলের সফরের অভিজ্ঞতা সম্বলিত দুটি প্রতিবেদনের সুপারিশ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনকল্পে যে উপ-পরিষদ গঠিত হয়, সেই উপ-পরিষদের কাছে বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়।

ছ. লিখিত অভিযোগঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(২) অনুযায়ী ‘‘অভিযোগ’’ অর্থ এ আইনের অধীন নির্ধারিত ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোন কার্যের জন্য কোন বিক্রেতা (কোন পণ্যের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারী, সরবরাহকারী এবং পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা) এর বিরুদ্ধে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট লিখিতভাবে দায়েরকৃত নালিশ। ধারা ৭৬ মোতাবেক যে কোন ব্যক্তি যিনি সাধারণভাবে একজন ভোক্তা বা ভোক্তা হতে পারেন এ আইনের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য

সম্পর্কে মহাপরিচালক বা এতদুদ্দেশ্যে মহাপরিচালকের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবহিত করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির পর অনতিবিলম্বে অভিযোগটি অনুসন্ধান বা তদন্ত করবেন। তদন্তে অভিযোগটি সঠিক প্রমাণিত হলে মহাপরিচালক বা তার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকতা দোষী ব্যক্তিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপ করতে পারবেন। আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানার অর্থের ২৫ শতাংশ তাৎক্ষনিকভাবে অভিযোগকারীকে প্রদান করতে হবে। অভিযোগকারী জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী হলে তাঁর জন্য এটা প্রযোজ্য হবে না।

উল্লেখ্য, এ বিষয়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ (সভা ও কার্যক্রম) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১২ এর বিধান নিম্নরুপঃ

"১২। অভিযোগ প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তিকরণ।- (১)আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগকারী ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য সম্পর্কে বা ভোক্তা-অধিকার ক্ষুণ্ন হইলে প্রতিকার চাহিয়া যে কোন সময় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে অধিদপ্তরের নির্ধারিত সেল ফোনে (এসএমএস করে), ই-মেইল, ফ্যাক্স, ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেনঃ

সরেজমিন তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম

তবে শর্তে থাকে যে, অভিযোগকারী তাহাঁর পূর্ণাঙ্গ নাম, পিতা ও মাতার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ফ্যাক্স ও ই-মেইল (যদি থাকে) এবং পেশা উল্লেখ করিবেন।

(২) অভিযোগকারী কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগ আমলযোগ্য হইলে মহাপরিচালক বা এতদসম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং আইনের বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করিলে তাহার বিরুদ্ধে দেশে প্রচলিত আইনের বিধান অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।''

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ২৯৫টি লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২৮৬টি অভিযোগ আমলযোগ্য না হওয়ায় নথিভুক্ত করা হয় এবং ৯টি অভিযোগের সত্যতা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে । তদন্তকৃত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির বর্ণনা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	অভিযোগকারী	অভিযুক্ত	অভিযোগের বিষয়	গৃহীত কার্যক্রম
১	২	৩	৪	৫
১.	সালাউদ্দিন,বরিশাল	ঘরোয়া হোটেল, বরিশাল	অস্বাস্থ্যকর উপায়ে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন	তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২৪-০৯-২০১৩ তারিখে ধারা ৪৩ অনুযায়ী ১০,০০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় এবং অভিযোগকারীকে ২৫ শতাংশ হিসেবে ২,৫০০/- টাকা পরিশোধ।
২.	তৌহিদুল মওলা, ঢাকা	নুর বেকারী এন্ড কনফেকশনারী, ঢাকা	পাউরুটির মোড়কে উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ না থাকা	তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ১৯-০৯-২০১৩ তারিখে ধারা ৩৭ অনুযায়ী ৫,০০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় এবং অভিযোগকারীকে ২৫ শতাংশ হিসেবে ১,২৫০/- টাকা পরিশোধ।
৩.	আব্দুস সামাদ আজাদ, ঢাকা	বিক্রমপুর সুইটস এন্ড বেকারী, ঢাকা	বিস্কুট এর মোড়কে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ না থাকা	তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ০৮-০৯-২০১৩ তারিখে ধারা ৩৭ অনুযায়ী ১০,০০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় এবং অভিযোগকারীকে ২৫ শতাংশ হিসেবে ২,৫০০/- টাকা পরিশোধ।
৪.	হাবিব মোল্লা	আনন্দ আইসক্রিম, বরিশাল	খাদ্যে কাপড়ের রং মিশানো	তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ০৪-০৯-২০১৩ তারিখে ধারা ৪২ অনুযায়ী ৭,০০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় এবং অভিযোগকারীকে ২৫ শতাংশ হিসেবে ১,৭৫০/- টাকা পরিশোধ।
৫.	মোঃ হাবিবুর বাসার,ঢাকা	মাস আল্লাহ স্টোর, ঢাকা	নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে তেল বিক্রয়	তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ৩১-১-২০১৪ তারিখে ধারা ৪০ অনুযায়ী ১,০০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় এবং অভিযোগকারীকে ২৫ শতাংশ হিসেবে ২৫০/- টাকা পরিশোধ

ক্রমিক	অভিযোগকারী	অভিযুক্ত	অভিযোগের বিষয়	গৃহীত কার্যক্রম
১	২	৩	৪	৫
৬.	আশরাফুল আলম	ফেনি জেনারেল ষ্টোর, ঢাকা	নির্ধারিত খুচরা মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে তীর তেল বিক্রি	তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ০৭-১১-২০১৩ তারিখে আদেশের মাধ্যমে ধারা ৪০ অনুযায়ী ৫,০০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় এবং অভিযোগকারীকে ২৫ শতাংশ হিসেবে ১,২৫০/- টাকা পরিশোধ।
৮.	অমরেশ চ্যাটার্জী, ঢাকা	এম এ ষ্টোর	দুধের মোড়কে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য উল্লেখ না থাকা	তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ১০-৪-২০১৪ তারিখে ধারা ৩৭ অনুযায়ী ১,০০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় এবং অভিযোগকারীকে ২৫ শতাংশ হিসেবে ২৫০/- টাকা পরিশোধ।
৯.	সৈয়দ আবু বরকত মোঃ রফিউদ্দিন, ঢাকা	সাধনা ঔষধালয় লিঃ	নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে ঔষধ বিক্রয়	তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ৭-৫-২০১৪ তারিখে ধারা ৪০ অনুযায়ী ৮,০০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় এবং অভিযোগকারীকে ২৫ শতাংশ হিসেবে ২,০০০/- টাকা পরিশোধ।

জ. বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপনঃ

১৫ মার্চ ২০১৪ বিশ্ব ভোক্তা দিবস উদযাপন

১৫ মার্চ ২০১৪ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলঃ ‘‘Fix Our Phone Rights !’’। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং ক্যাব এর যৌথ উদ্যোগে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। পালিত কর্মসূচীর বিবরণ নিম্নরূপঃ

সেমিনারের আয়োজনঃ

সিরডাপ মিলনায়তনে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মাহবুব আহমেদ, বিটিআরসি এর চেয়ারম্যান জনাব সুনীল কান্তি বোস ও এফবিসিসিআই এর সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ। রিসোর্স পারসন হিসেবে প্রতিপাদ্যের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইটি বিশেষজ্ঞ জনাব মোস্তাফা জব্বার। এছাড়া জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণ এবং ক্যাব ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

পোস্টার টানানো এবং প্যাম্পলেট, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণঃ

দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীসহ সকল জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে ক্যাব এর জেলা কমিটি, জেলা শিক্ষা অফিসার ও স্থানীয় স্কাউটদের মাধ্যমে পোস্টার টানানো এবং প্যাম্পলেট, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমীতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। সকল জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও ক্যাব এর যৌথ উদ্যোগে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

ঝ. বাজার তদারকির ওয়ার্কিং লাঞ্চের হার নির্ধারণঃ

পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনায় মোবাইল টিমের সদস্যদের ওয়ার্কিং লাঞ্চ হিসেবে ৭টি বিভাগীয় শহর ও ৫৭টি জেলা শহরের সকল এলাকার জন্য জনপ্রতি সর্বোচ্চ টাকা ২০০/- (দুই শত টাকা) মাত্র হারে ব্যয় করা হচ্ছে।

ঞ. ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর সংশোধনঃ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ১১ মার্চ ২০১৪ তারিখে একটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী সুপারিশ করে প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিষদ সদস্যদের মধ্য হতে মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে আহবায়ক এবং মোঃ আবদুল মালেক মিয়া, ছায়েদ আহম্মদ (যুগ্ম-সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান (নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি), ব্যারিস্টার নিহাদ কবির ও ক্যাব এর সভাপতিকে সদস্য করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি উপ-পরিষদ গঠন করে। উপ-পরিষদকে তিন মাসের মধ্যে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী সুপারিশ করে একটি খসড়া প্রণয়ন এবং খসড়াটি উপ-পরিষদের আহবায়ক কর্তৃক পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উপ-পরিষদ ৬ এপ্রিল ২০১৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত চারটি সভায় মিলিত হয়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সংশোধনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করে, যা পরিষদের ১২তম সভায় অনুমোদিত হয়। পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে আইন সংশোধনের খসড়াটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ট. প্রচার কার্যক্রমঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ (ঙ) ও (চ) অনুসারে ভোক্তা-অধিকার, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণের সুফল ও ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য শিক্ষা ও প্রচারমূলক কার্যক্রমসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পরিষদের। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সারাদেশে ৫০,০০০ পোস্টার, ১,২৯,৫০০ লিফলেট ও ১,৮৮,০০০ প্যাম্পলেট বিতরণ করা হয়েছে। সকল বিভাগ ও জেলায় বাজার পরিদর্শনকালে প্যাম্পলেট ও লিফলেট নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভোরে চন্দ্রিমা উদ্যানে প্যাম্পলেট, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ

এছাড়া ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ দায়েরের আহবান জানিয়ে ৬টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ২ (দুই) বার গণবিজ্ঞপ্তি এবং ৬টি মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ৪ (চার) বার ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রচার করা হয়েছে।

পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিএফপিকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব বাজেট থেকে তিনটি টিভি স্পট/ফিলার নির্মাণের অনুরোধ জানানো হলে ডিএফপি জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহায়তায় ১-২ মিনিট সময়কালের তিনটি টিভি স্পট/ফিলার নির্মাণ করেছে যা অর্থ প্রাপ্তি ও পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঠ. পরিষদের তহবিল পরিচালনাঃ

পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বাণিজ্য মন্ত্রীর পরিবর্তে পরিষদ সদস্য বাণিজ্য সচিব ও পরিষদ সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিষদের চলতি হিসাব খোলার বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৩ এর উপ প্রবিধান (২) সংশোধন করা হয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২১(৩) এ এক বছরের স্বীয় কার্যাবলী সম্পর্কে অধিদপ্তর কর্তৃক একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা পরিষদের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করার ব্যবস্থা রয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের ৬ষ্ঠ সভায় পরিষদ কর্তৃক অর্থ বছরভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় তদনুযায়ী অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

ক. প্রশাসনিক কার্যাবলী

অধিদপ্তরের জনবলঃ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেষণে নিযুক্ত ১ জন অতিরিক্ত সচিব মহাপরিচালক হিসাবে, ১ জন উপ-সচিব ও ১ জন যুগ্ম-সচিব পরিচালক হিসাবে, ২ জন উপ-সচিব ও ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব উপ-পরিচালক হিসাবে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। এ ছাড়া ৩ জন উপ-সচিব সংযুক্তিতে অধিদপ্তরে কর্মরত আছেন। প্রধান কার্যালয়ে ৫ জন গাড়ি চালক এবং ২৯ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কার্যালয় স্থাপনঃ

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের টিওএন্ডই-তে প্রধান কার্যালয়সহ ৭টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা বিদ্যমান। ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয়, ৭টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ১১টি জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ে উপ-পরিচালক পদে ৬ জন উপ সচিব ও ১ জন সিনিয়র সহকারি সচিব প্রেষণে নিযুক্ত আছে।

অধিদপ্তরের যানবাহন:

অনুমোদিত টিওএন্ডই-তে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য ১ (এক)টি কার, ২ (দুই)টি জিপ, ২ (দুই)টি মাইক্রোবাস ও ১ (এক)টি মোটর সাইকেল রয়েছে। এছাড়া, ৭টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের জন্য মোট ৭১টি মোটর সাইকেল রয়েছে। ইতোমধ্যে ১ (এক)টি কার, ২ (দুই)টি মাইক্রোবাস, ২ (দুই)টি জীপ এবং ১০ (দশ)টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। তার মধ্যে চলতি অর্থবছরে মিতসুবিশি এল-২০০ ডাবল কেবিন পিকআপ এক্সেসরিজসহ মোট ৪৩,৪৪,০০০/- (তেতাল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকায় ক্রয় করা হয়েছে।

খ. আর্থিক কার্যাবলী

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট যথাক্রমে ৫৬০.৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত অর্থ বছরে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪৩৫.৪৭ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত টাকা যথানিয়মে সমর্পণ করা হয়। ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর

ক্রমিক নং	খাত	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সমর্পণ (লক্ষ টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১.	অফিসারদের বেতন	১০০	৮১.৩৪	১৮.৬৬
২.	ভাতাদি	১১০.৮১	৭৮.১৮	৩২.৬৩
৩.	সরবরাহ ও সেবা	২০৫.৫	১৮৬.৫৫	১৮.৯৫
৪.	মেরামত ও সংরক্ষণ	৬.০০	৬.০২	০.০২
৫.	সম্পদ সংগ্রহ	১৩৮.৪৪	৮৩.৩৮	৫৫.০৬
৬.	নির্মাণ ও পূর্ত	-	-	-
	মোটঃ	৫৬০.৭৫	৪৩৫.৪৭	১২৫.২৮

উপসংহারঃভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠন করা হয়। ৯ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে পরিষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১০-৯-২০১২ তারিখে পরিষদ পুর্নগঠিত হয়। এ সময়ে মোট ১১টি সভা হয়েছে। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধীন বিধিমালা, নিয়োগ বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণীত হয়েছে। অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও ২৩২টি পদ (মহাপরিচালক বাদে) অস্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে। মহাপরিচালকের পদটি আইন দ্বারা স্থায়ীভাবে সৃজিত। অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের বাজার পরিদর্শনমূলক অভিযান পরিচালনার জন্য মহাপরিচালকের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বছরব্যাপী বাজার তদারকি পরিচালনাসহ রমজানমাসে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা ও ভেজাল প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে বিভাগ, জেলা ও গুরত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় বাজার মনিটরিং এবং প্রাপ্ত লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অধিদপ্তরের বাকি ৫৩টি জেলা কার্যালয় পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আইনটি দেশব্যাপি জোরদারভাবে প্রয়োগ করা সহজতর হবে।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে। অধিদপ্তর পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে পরিষদের নির্দেশনা মোতাবেক যথাযথভাবে পালন করেছে।

পরিষদের কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পাদনে পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ আন্তরিকভাবে সহযোগীতা করেছেন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা পরিষদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। পরিষদের দিকনির্দেশনায় পরিচালিত বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণ সচেতন ও উপকৃত হচ্ছেন বলে পরিষদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

মহাপরিচালক
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

মহাপরিচালক
বিএসটিআই
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (অঅধি)
শিল্প মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা)
কৃষি মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (খাদ্য)
খাদ্য বিভাগ
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশা/অপা)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/~~অতিরিক্ত সচিব (লেঃ ড্রাঃ-১)~~
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

চেয়ারম্যান
জাতীয় মহিলা সংস্থা
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

এডিশনাল আইজি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ
বাংলাদেশ পুলিশ
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

সভাপতি
এফবিসিসিআই
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

সভাপতি
ক্যাব
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

সভাপতি
বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

সভাপতি
জাতীয় প্রেস ক্লাব
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

মহাপরিচালক
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(প্রফেসর ইকবাল আসলাম)
ডীন, বেসিক সাইন্স ফ্যাকাল্টি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল
বিশ্ববিদ্যালয়
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(নাসির উদ্দীন ইউসুফ)
বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(এ, কে, এম মাহবুবার রহমান)
এ্যাডভোকেট, লালমনিরহাট
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(ড. মুস্তাফিজুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(মোঃ হেলাল উদ্দীন)
সভাপতি
ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতি
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(ব্যারিস্টার নিহাদ কবির)
সহ সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব
কর্মাস এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(আবদুল মালেক মিয়া)
সাবেক চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(মঞ্জু আরা বেগম)
অধ্যক্ষ
ভিকারুননিসা নুন হাই স্কুল এন্ড কলেজ
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় শ্রমিক লীগ
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(খন্দকার শামসুল হক রেজা)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ কৃষক লীগ
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

মহাপরিচালক
জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
ও সচিব, এনসিআরপিসি

(তোফায়েল আহমেদ, এমপি)
মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ